পিকেএসএফ পরিক্রমা

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রিঃ | কার্তিক-পৌষ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

পিকেএসএফ-এর এসইপি প্রকল্পের সহায়তায় স্থাপিত পরিবেশবান্ধব কংক্রিট ব্লক তৈরির কারখানায় কাজ করছেন একজন উদ্যোক্তা। ছবিটি বাগেরহাট সদরের সোনাতলা গ্রাম থেকে তোলা।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

পিকেএসএফ ভবন, ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

www.pksf.org.bd +৮৮-০২২২২২১৮৩৩১-৩৩ +৮৮-০২২২২২১৮৩৪১ www.facebook.com/PKSF.org

জাতির পিতার সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেন।

তিনি ১৫ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ সকালে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন। এরপর, তিনি সেখানে রক্ষিত পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করেন। এ সময় তার সাথে ছিলেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি এবং উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহম্মদ হাসান খালেদ।

গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে পিকেএসএফ-এর সপ্তম চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন ড. খায়রুল হোসেন। সেদিনই ধানমণ্ডিতে অবস্থিত জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন তিনি।

জন্মদিনে শেখ রাসেলকে সশ্রদ্ধ স্মরণ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ সন্তান শেখ রাসেলের ৬০তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে পিকেএসএফ।

শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষ্যে ১৮ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ সকালে পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেনের নেতৃত্বে পিকেএসএফ ভবনে স্থাপিত শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এ সময় পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের, সিনিয়র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক গোলাম তৌহিদ এবং উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক একিউএম গোলাম মাওলা, মোঃ মশিয়ার রহমান ও ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ-সহ অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে, ঢাকাস্থ বনানী কবরস্থানে শেখ রাসেলের সমাধিতে পিকেএসএফ-এর পক্ষ হতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছোট ভাই শেখ রাসেলের জন্ম ১৯৬৪ সালের ১৮ অক্টোবর। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালরাতে সেনাবাহিনীর কিছু বিপথগামী সদস্যের হাতে পরিবারের বেশিরভাগ সদস্যের সাথে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় শিশু রাসেলকেও। ২০২১ সালে গৃহীত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, প্রতিবছর ১৮ অক্টোবর দেশজুড়ে শেখ রাসেল দিবস পালন করা হয়। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো পিকেএসএফ-ও প্রতিবছর যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি উদ্‌যাপন করে।

ঘূর্ণিঝড় হামুন-এ ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সহায়তা দিয়েছে পিকেএসএফ

পিকেএসএফ-এর পক্ষ হতে সম্প্রতি কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া উপজেলায় ঘূর্ণিঝড় হামুন-এর আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের মাঝে জরুরি আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়েছে।

গত ২৪ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ দিবাগত রাতে সেখানে আঘাত হানে হামুন। এর পরিপ্রেক্ষিতে, পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন The Project for Developing Inclusive Risk Mitigation Program for Poverty Reduction (IRMP) শীর্ষক প্রকল্পের 'সাইক্লোন সুরক্ষা সেবা' কার্যক্রমের আওতায় পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা কোস্ট ফাউন্ডেশনের কুতুবদিয়া শাখার ১,৫৭৪ জন সদস্যকে জরুরি আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

Japan International Cooperation Agency (JICA)-এর অর্থায়নে ৫ বছর মেয়াদি প্রকল্পটির আওতায় বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ৭টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে 'সাইক্লোন সুরক্ষা সেবা' শীর্ষক আর্থিক সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত সমাজের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়নের আহ্বান পিকেএসএফ চেয়ারম্যানের

ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে সকলকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেন। তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত 'আমার গ্রাম, আমার শহর' ধারণার আলোকে গ্রামীণ মানুষের জীবন ও জীবিকার উন্নয়নে সহযোগী সংস্থাসমূহকে নিষ্ঠা, স্বচ্ছতা ও দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করার আহ্বান জানান।

ড. এম. খায়রুল হোসেন ৩০ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে সহযোগী সংস্থাসমূহের নির্বাহী প্রধানদের সাথে আয়োজিত এক পরিচিতি অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

অনলাইন প্ল্যাটফর্মে আয়োজিত এ পরিচিতি অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি। তার বক্তব্যে তিনি পিকেএসএফ-এর বর্তমান সুদৃঢ় অবস্থান ও কার্যক্রমের বিস্তৃতির জন্য সদ্যবিদায়ী চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদের অবদানের কথা স্মরণ করেন। নবনিযুক্ত চেয়ারম্যানের সুযোগ্য নেতৃত্বে পিকেএসএফ দেশের মানুষের কল্যাণে আরও অনেকদূর এগিয়ে যাবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের ও ড. মোঃ জসীম উদ্দিন, এবং সিনিয়র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক গোলাম তৌহিদ।

অনুষ্ঠানের উন্মুক্ত আলোচনা পর্বে ১২টি সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক বক্তব্য রাখেন। তারা হলেন ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান, ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও); খুরশীদ আলম, পিএইচডি, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (কোডেক); মোঃ সালেহ বিন শামস্, পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র; রাবেয়া বেগম, শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এসডিএস); অধ্যাপিকা ড. হোসনে আরা বেগম, টিএমএসএস; মিফতা নাঈম হুদা, সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন অ্যান্ড প্র্যাকটিসেস (সিদিপ); কোহিনুর ইয়াছমিন, তরঙ্গ; মাজেদা শওকত আলী, নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা); আনোয়ার হোসেন, হীড বাংলাদেশ; মহসিন আলী, ওয়েভ ফাউন্ডেশন; মোঃ শহীদুল হক, সোশ্যাল এসিস্ট্যান্স এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন ফর দি ফিজিক্যালি ভালনারেবল; এবং মুর্শেদ আলম সরকার, পিপলস ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন (পপি)।

ড. এম. খায়রুল হোসেন সহযোগী সংস্থাসমূহের নির্বাহী প্রধানবৃন্দকে তাদের কাজের প্রশংসা করে বলেন, "আপনারা আপনাদের বক্তব্যের মধ্যে আমার প্রতি যে আস্থা প্রকাশ করেছেন এবং আমার নিকট থেকে আপনাদের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তার জন্য যে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন, তা আমাকে আরো দায়িত্বশীল করবে।"

পিকেএসএফ-কে আজকের এ অবস্থায় নিয়ে আসার জন্য ড. এম. খায়রুল হোসেন পিকেএসএফ-এর পূর্ববর্তী সকল চেয়ারম্যান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অবদানকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন।

বিগত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে পিকেএসএফ-এর সপ্তম চেয়ারম্যান হিসেবে যোগদান করেন ড. এম. খায়রুল হোসেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক-এর গভর্নরের সাথে পিকেএসএফ চেয়ারম্যানের সৌজন্য সাক্ষাৎ

পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেন গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক-এর গভর্নর আবদুর রউফ তালুকদার-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

এ সময় বাংলাদেশ ব্যাংক-এর গভর্নর দারিদ্র্য বিমোচনে পিকেএসএফ-এর বহুমাত্রিক কার্যক্রমের প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর বিদায় সম্মিলনী

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ একজন প্রজ্ঞাবান, চিন্তাশীল এবং পরোপকারী মানুষ। ব্যক্তিগত বৈষয়িক চিন্তার ঊর্ধ্বে উঠে মানুষের কল্যাণে জীবনভর কাজ করে যাচ্ছেন তিনি। দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে মানুষের সামষ্টিক উন্নয়ন চিন্তাকে তিনি বাস্তবে রূপদান করেছেন।

গত ২৯ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে পিকেএসএফ-এর বিদায়ী চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদের বিদায় সম্মিলনী অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব কথা বলেন। পিকেএসএফ-এর নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ প্রায় ১৪ বছর পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন শেষে বিগত ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে পিকেএসএফ থেকে বিদায় নেন।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ তার বক্তব্যে বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সারাজীবন দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য সংগ্রাম করেছেন। চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই পিকেএসএফ-এর ক্ষুদ্রঋণনির্ভর কার্যক্রমকে বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্নের আলোকে পুনর্বিন্যাস ও বৈচিত্র্যময় করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। এ লক্ষ্যে পরিচালিত পিকেএসএফ-এর সকল কার্যক্রম ভবিষ্যতে আরো বেগবান হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে সাধারণ ও পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এবং পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের সহযোগিতার জন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি।

পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেন বলেন, ক্ষুদ্রঋণের সীমায়িত গণ্ডি পেরিয়ে পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমের বৈচিত্র্যায়নে ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদের ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

শুভেচ্ছা বক্তব্যে ড. নমিতা হালদার এনডিসি বলেন, ড. কিউকে আহমদ মানবিক গুণাবলীর জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হয়ে থাকবেন। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমের কলেবর বৃদ্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা সুসংহত করতে তিনি অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন বলেও তিনি মন্তব্য করেন ।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদের সদস্য অরিজিৎ চৌধুরী, পারভীন মাহমুদ এফসিএ, নাজনীন সুলতানা, ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরী এবং ড. মোঃ আবদুল মুঈদ, পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের, সিনিয়র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক গোলাম তৌহিদ, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মাশিয়ার রহমানসহ অন্যান্য কর্মকর্তা। পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন।

প্রায় ১.৫ লক্ষ শিক্ষার্থীকে পাঠদানে সহায়তা দিচ্ছে সমৃদ্ধি কর্মসূচি

প্রাক্-প্রাথমিক থেকে শুরু করে ১ম ও ২য় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক পর্যায় থেকে ঝরে পড়া রোধ করতে 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচির আওতায় বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র পরিচালনা করা হচ্ছে। এসব কেন্দ্রে বিদ্যালয়ের পড়া তৈরি করে দেওয়ার পাশাপাশি কবিতা আবৃত্তি, নাচ, গান, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি সহশিক্ষা কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দেওয়া হয়। এছাড়া, নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা এসব কেন্দ্রে প্রদান করা হয়। সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় সারা দেশে বর্তমানে মোট ৫,৯৮৪ শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র পরিচালনা করা হচ্ছে। শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় বর্তমানে মোট ১,৪৯,১২২ জন শিক্ষার্থীকে পাঠদানে সহায়তা করা হচ্ছে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচি বর্তমানে দেশের ৬১টি জেলার ১৬১টি উপজেলার ১৯৭টি ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় পিকেএসএফ-এর ১১০টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ১৩.৭২ লক্ষ খানার প্রায় ৬৪.৩৫ লক্ষ সদস্যকে বিভিন্ন রকম সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩ সময়ে বাস্তবায়িত সমৃদ্ধি কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো নিম্নরূপ:

স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি: সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ১৯৭টি ইউনিয়নে ৩৬৩টি ইউনিটের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নের মোট ১৩.৭২ লক্ষ পরিবারের প্রায় ৬৪.৩৫ লক্ষ মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে।

পরিবার উন্নয়ন পরিকল্পনা ও সমৃদ্ধি ঋণ কার্যক্রম: সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় তিনটি বিশেষ খাতে (আয়বর্ধনমূলক, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঋণ ও সম্পদ সৃষ্টি ঋণ) উপযুক্ত ঋণ প্রদানের কার্যক্রম চলছে।

JICA প্রধান কার্যালয়ে বিশেষ সভায় পিকেএসএফ ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অংশগ্রহণ

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি গত ০৫ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে জাপানের টোকিওতে অবস্থিত Japan International Cooperation Agency (JICA)-এর প্রধান কার্যালয়ে বিশেষ এক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

এতে JICA-এর কারিগরি সহায়তায় পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন The Project for Developing Inclusive Risk Mitigation Program for Sustainable Poverty Reduction (IRMP) শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারণ বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

এ সভায় প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়ে JICA-এর পক্ষ হতে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। সভায় দেওয়া বক্তব্যে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বাংলাদেশের বিভিন্ন দুর্যোগের বিভিন্ন ঝুঁকির কথা উল্লেখ করে দেশের দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় এ প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রসারণের আহ্বান জানান। উল্লেখ্য, পিকেএসএফ-এর ৭টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় IRMP প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এ আলোচনা সভায় JICA-এর পক্ষে Dr Sugawara-Sato Suzuka, Senior Advisor (Poverty Alleviation/Financial Inclusion); Mizoe Keiko, Senior Director (Governance and Peacebuilding Department); Kunitake Takumi, Director (Governance and Peacebuilding Department) এবং Fujii Teruaki, Senior Deputy Director (South Asia Department) উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ)-এর এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ ফসিউল্লাহ-সহ পিকেএসএফ ও এমআরএ-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

‘বাংলাদেশ ডিভেলাপমেন্ট ডায়ালগ ২০২৩’-এ অংশ নিলেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বিগত ১২ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি) মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় ‘বাংলাদেশ ডিভেলাপমেন্ট ডায়ালগ ২০২৩’। এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান এমপি এবং সম্মাননীয় অতিথি ছিলেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি।

সোশ্যাল ইনোভেশন ফর ডিভেলাপমেন্ট (এসআইডি) আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমান।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক (এসএমইএসপিডি) মোহাম্মদ আশিকুর রহমান এবং ব্র্যাক ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও এসএমই বিভাগের প্রধান সৈয়দ আবদুল মোমেন।

উদ্বোধনী অধিবেশনের পর Facilitating SMEs for sustainable development এবং Transforming agriculture sector through investment and innovation শীর্ষক দু'টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সেশনগুলো পরিচালনা করেন যথাক্রমে ড. আতিউর রহমান এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. এম এ সাত্তার মণ্ডল।

এসইপি প্রকল্পের সহায়তায় কংক্রিট ব্লক তৈরির উদ্যোগের মাধ্যমে সাড়া ফেললেন সাঈদ

বিয়াল্লিশ বছর বয়সী মোঃ আবু সাঈদের বাড়ি বাগেরহাট সদর উপজেলার সোনাতলা গ্রামে। প্রায় ১১ বছর ধরে দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রবাসী শ্রমিক হিসেবে কাজ শেষে দেশে ফিরে ঢাকায় মসলার ব্যবসা শুরু করেন। সেখানে খুব একটা ভালো করতে না পেরে বাগেরহাটে এসে মুরগির খামার স্থাপন করেন। সেখানেও ভাগ্য সহায় হলো না।

কোরিয়ায় কাজের সুবাদে কংক্রিট ব্লকের ব্যবহার সম্পর্কে তার ধারণা ছিলো; কিন্তু তা প্রস্তুতের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরি জ্ঞান ছিলো না।

এ সময় তিনি জানতে পারেন পিকেএসএফ-এর সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) তার এলাকায় উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে কাজ করছে। স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা কোডেক-এর সাথে যোগাযোগ করে বেশ কয়েকটি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন তিনি। প্রশিক্ষণ শেষে কংক্রিট ব্লকের কারখানা স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ সেবার পাশাপাশি একটি সেমি-অটোমেটিক মেশিন কেনার জন্য তাকে আর্থিক অনুদান দেয়া হয়। এছাড়া, পণ্য বিক্রয়ের জন্য অনলাইন মার্কেটিং সহায়তাও দেয়া হয় তাকে।

সাঈদ বলেন, "এসইপি প্রকল্পের পরামর্শে আমরা কাজ করার সময় ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার করি। এতে স্বাস্থ্যঝুঁকি থাকে না এবং উৎপাদিত বর্জ্য সংরক্ষণ করে পুনরায় ব্যবহার করছি।"

প্রথম দফায় তার নির্মাণাধীন বাড়ির জন্য কংক্রিট ব্লক তৈরির মাধ্যমে কাজ শুরু করেন সাঈদ। খবরটি আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রচুর লোক প্রতিদিন এ প্রক্রিয়া দেখতে আসেন। এরপর, তিনি কংক্রিট ব্লকের অর্ডার পেতেও শুরু করেন। এ সময় তিনি বুঝতে পারলেন যে, আমাদের দেশে কংক্রিক ব্লকের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। তিনি তিনজন শ্রমিক নিয়ে উৎপাদন বাড়াতে থাকেন। ইতোমধ্যে এসইপি প্রকল্পের আওতায় রাজমিস্ত্রীদের কংক্রিট ব্লকের ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

সাঈদ এখন নিয়মিত অর্ডার পাচ্ছেন এবং নিজের ঘরের কাজ শেষ করার পাশাপাশি সফল উদ্যোক্তাও হয়েছেন। তার সাফল্যের গল্প জাতীয় গণমাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে।

কারখানার সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনি বাগেরহাট সদর উপজেলার ষাট গম্বুজ ইউনিয়নের সুন্দরঘোনা এলাকায় বড় একটি শেড নির্মাণ করছেন।

"এসইপি প্রকল্পের মাধ্যমে আমার এতো দূর আসা। তাদের পরামর্শ, প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহযোগিতা আমাকে অনেক উপকৃত করেছে" - এভাবেই পিকেএসএফ-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন সাঈদ।

১.৭৫ লক্ষ তরুণ ও ছোটো উদ্যোক্তাকে অর্থায়ন করছে RAISE প্রকল্প

পিকেএসএফ ও বিশ্বব্যাংকের যৌথ অর্থায়নে Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE) প্রকল্পটি ৭০টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলার ৩৩৩টি উপজেলার শহর ও শহরতলী এলাকায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পাঁচ বছর মেয়াদি এ প্রকল্পের আওতায় ১ লক্ষ ৭৫ হাজার তরুণ ও ছোটো উদ্যোক্তার সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত এ প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ নিম্নরূপ:

৯০,০০০ জন — তরুণ ও পিছিয়ে পড়া ছোটো উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন

৩৫,০০০ জন — 'ওস্তাদ-শাগরেদ' মডেলে শিক্ষানবিশি কার্যক্রমের মাধ্যমে তরুণদের টেকসই কর্মসংস্থানে সম্পৃক্তকরণ

৫০,০০০ জন — কোভিড-১৯-এ ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন

তরুণ ছোটো উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও অর্থায়ন
- ২৬০ কোটি টাকা অগ্রসর-RAISE ঋণ বিতরণ
- ১,৪২২ জন উদ্যোক্তার 'ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগ উন্নয়ন' বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি

শিক্ষানবিশি কার্যক্রম
- নির্বাচিত ২৬টি ট্রেডের আওতায় ৬,০৭৫ জন শিক্ষানবিশের প্রশিক্ষণ চলমান। ৩,৫০০ জন শিক্ষানবিশের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন
- ২,৪২৬ জন মাস্টার ক্রাফটসপার্সনকে ২ দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন প্রদান

কোভিড-১৯-এ ক্ষতিগ্রস্ত ছোটো উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও অর্থায়ন
- ৫০০ কোটি টাকা অগ্রসর-RAISE ঋণ বিতরণ
- ৪৯,৩৪৮ জন উদ্যোক্তার 'ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় ধারাবাহিকতা' বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি

আকস্মিক বন্যা থেকে হাওরবাসীর সুরক্ষায় পিকেএসএফ-এর নতুন প্রকল্প

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিপদাপন্ন চারটি এলাকার মধ্যে আকস্মিক বন্যা আক্রান্ত হাওর অববাহিকা একটি। সুনামগঞ্জ জেলায় হাওরবাসীর এ দুরবস্থা নিরসনে German Federal Ministry for the Environment-এর অর্থায়নে IKI Small Grants Funding Scheme-এর আওতায় 'Climate-resilient Infrastructure for Sustainable Community Life in the Haor Region of Bangladesh' শীর্ষক প্রকল্পটি পিকেএসএফ কর্তৃক নির্বাচিত সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিগত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে পিকেএসএফ এবং giz-এর মধ্যে প্রকল্পের Grant Agreement স্বাক্ষরিত হয় এবং ০১ মার্চ ২০২৩ হতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকল্পটির কার্যক্রম শুরু হয়। জার্মান উন্নয়ন সহযোগী Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (giz)-এর বাংলাদেশ অফিসের তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়নাধীন দুই বছর মেয়াদি এ প্রকল্পের প্রধান কাজ হলো (ক) হাটি রক্ষা দেয়াল নির্মাণ, (খ) হাটি এলাকায় দেয়ালের পাশে স্থানীয় জাতের বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে সবুজায়ন এবং গ) শস্য মাড়াই ও শুকানোর জন্য কমিউনিটি কমন স্পেস-এর উঠান উঁচুকরণ।

উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু-সহনশীল আবাসন ব্যবস্থা তৈরির উদ্যোগ

গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ)-এর অর্থায়নে উপকূলীয় সাত জেলায় বাস্তবায়নাধীন Resilient Homestead and Livelihood Support to the Vulnerable Coastal People of Bangladesh (RHL) প্রকল্পের আওতায় গত ২১ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে 'বাংলাদেশের উপকূলীয় জনগণের জন্য জলবায়ু সহনশীল আবাসন' বিষয়ক একটি মতবিনিময় সভা পিকেএসএফ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি। উপকূলের বাসিন্দা হিসেবে নিজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে জলবায়ু পরিবর্তনের বৈরি আচরণে বিপর্যস্ত উপকূলীবাসীদের জন্য কার্যকর ও টেকসই কার্যক্রম বাস্তবায়নের তাগিদ দেন ড. হালদার।

পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জন্য বৈচিত্র্যময়, টেকসই আবাসন নকশার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

সভায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, রাজধানী উন্নয়ন কতৃপক্ষ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং ইনস্টিটিউট

অব আর্কিটেক্ট বাংলাদেশ-এর প্রতিনিধি, স্থপতি, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ।

পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার জনগোষ্ঠীর জন্য RHL প্রকল্প থেকে জলবায়ু-সহনশীল গৃহ নির্মাণের তাৎপর্য তুলে ধরেন। সভায় প্রাথমিক বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক (পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তন) ড. একেএম নুরুজ্জামান।

বাগেরহাটে অতিদারিদ্র্য দূরীকরণে কার্যক্রম পরিদর্শন করলেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি ২৬-২৮ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জ ও মোংলা উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

দৈবজ্ঞহাটি ইউনিয়নের খালকুলা গ্রামে জাল তৈরির সাথে জড়িত নারীদের সাথে আলোচনায় জাল তৈরির প্রক্রিয়া, মুনাফা ও প্রকল্পের সহায়তা বিষয়ে খোঁজখবর নেন তিনি। নারীরা গৃহকর্মের পাশাপাশি প্রতিবছর এই জাল তৈরি ও বিক্রয় থেকে বছরে আড়াই থেকে তিন লক্ষ টাকা উপার্জন করেন বলে জানান। তাদের উদ্যোগের প্রশংসা করে ড. হালদার বলেন, দারিদ্র্যমুক্তির সংগ্রামে পিকেএসএফ এভাবেই মানুষের পাশে রয়েছে।

এরপর, তিনি স্থানীয় মা ও শিশু ফোরাম এবং সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্র (কিশোরী)-এর আয়োজনে পুষ্টি মেলায় অংশ নেন। সেখানে নারী ও কিশোরীদের পাশাপাশি প্রবীণদের উপস্থিতি এবং আন্তঃপ্রজন্ম বন্ধনের প্রশংসা করেন ড. হালদার।

শেষ হলো PACE প্রকল্প: ৬ লক্ষাধিক উদ্যোক্তা তৈরিতে কারিগরি, প্রযুক্তি ও বিপণন সহায়তা প্রদান

আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ)-এর আর্থিক সহায়তায় পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises (PACE) প্রকল্পটি ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে শেষ হয়েছে। ২০১৫ সালে শুরু হওয়া এ প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোগে অর্থায়নের পাশাপাশি বিভিন্ন সম্ভাবনাময় কৃষি ও অকৃষি উপখাতে ৮৮টি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়, যার মাধ্যমে ৬ লক্ষাধিক উদ্যোক্তা এবং উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কারিগরি, প্রযুক্তি ও বিপণন সহায়তা দেয়া হয়।

উদ্যোক্তা উন্নয়ন মেলা: বিগত ১০-১২ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে PACE প্রকল্পের আওতায় সহযোগী সংস্থা 'বাসা ফাউন্ডেশন' কর্তৃক উদ্যোক্তা উন্নয়ন মেলা আয়োজন করা হয়। পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের এ মেলা উদ্বোধন করেন।

কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ: অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩ সময়ে খাগড়াছড়িতে সহযোগী সংস্থা 'আইডিএফ', কুষ্টিয়ায় 'দিশা' এবং রাজশাহীতে 'প্রয়াস' কর্তৃক ক্ষুদ্র উদ্যোগ পণ্যের মানোন্নয়ন ও অনলাইন বিপণন বিষয়ক তিনটি কর্মশালা আয়োজিত হয়। বগুড়া এবং রাজশাহীতে 'ক্ষুদ্র উদ্যোগ কর্মকাণ্ডে শোভন কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন' বিষয়ক দু'টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া, রংপুর এবং যশোর অঞ্চলে ২২টি সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে আঞ্চলিক অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া, ২৫ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ যশোরে অনুষ্ঠিত হয়।

SEP প্রকল্পের আয়োজনে সারাদেশে সুপণ্য মেলা অনুষ্ঠিত

সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় ব্র্যান্ডিং ও প্যাকেজিং সুবিধা প্রদান করা হয়। ব্র্যান্ড সহায়তাপ্রাপ্ত উদ্যোক্তাদের পণ্যের অধিকতর প্রচার ও প্রসারের জন্য বিগত মাসগুলোতে দেশের বিভিন্ন জেলায় 'এসইপি সুপণ্য মেলা' আয়োজন করা হয়।

মুন্সীগঞ্জ অঞ্চলের দুগ্ধজাত পণ্যের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণে ২৮ ও ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে মাওয়া নদী বন্দরের শিমুলিয়া ঘাটে এসইপি সুপণ্য মেলা আয়োজিত হয়। বিগত ৬ ও ৭ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে নারায়ণগঞ্জ শহরের জল্লারপাড় লেকসাইড পার্কে চামড়াজাত পণ্যের পসরা নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় এসইপি সুপণ্য মেলা। পাবনার বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম বকুল স্বাধীনতা চত্বরে ২০ ও ২১ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা মেলা। এছাড়া, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে ঢাকা জেলার সাভারের ভাকুর্তার নারী উদ্যোক্তাদের তৈরি গয়না নিয়ে রাজধানীর মহিলা সমিতির আনন্দ অঙ্গন চত্বরে অনুষ্ঠিত হয় ইমিটেশন জুয়েলারি মেলা।

বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় এসইপি প্রকল্পের মাধ্যমে পিকেএসএফ কৃষি ও প্রক্রিয়াজাতকরণ সংশ্লিষ্ট ব্যবসাগুচ্ছভুক্ত ক্ষুদ্র-উদ্যোগের ব্যবসাসমূহ পরিবেশবান্ধব করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে। এছাড়া, পরিবেশবান্ধব উপযুক্ত প্রযুক্তির প্রচলন, উদ্যোগে উৎপাদিত পণ্যের বিপণন সামর্থ্য বৃদ্ধি ও ব্র্যান্ড তৈরিতেও সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে প্রকল্পের আওতায় ৬৪টি উপ-প্রকল্প মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, যার মাধ্যমে ৬৫,১২৪ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় 'অগ্রসর ঋণ' বাবদ ৭৫৪ কোটি টাকা এবং 'সাধারণ সেবা ঋণ' বাবদ ৯৪.৪০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

পিকেএসএফ পর্ষদ থেকে বিদায় নিলেন চার সদস্য

মেয়াদপূর্তিতে পিকেএসএফ-এর পর্ষদ থেকে বিদায় নিয়েছেন চার সদস্য - পারভীন মাহমুদ, নাজনীন সুলতানা, ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরী এবং ড. নিয়াজ আহমেদ খান।

গত ২০ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত পিকেএসএফ-এর সাধারণ ও পরিচালনা পর্ষদের সভা শেষে তাদের ফুল ও উত্তরীয় দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় জানান পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেন ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি। স্ব-স্ব ক্ষেত্রে কৃতিত্বপূর্ণ কর্মজীবনের অধিকারী এ

চার গুণী ব্যক্তিত্ব ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে পিকেএসএফ পর্ষদের সদস্য হিসেবে যোগদান করেন।

মাঠ কার্যক্রম পরিদর্শন

পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেন ১৫ ও ১৬ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে যশোর জেলায় পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ সময় তার সাথে ছিলেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি এবং উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহম্মদ হাসান খালেদ।

পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ১৫ অক্টোবর পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন (জেসিএফ) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন RAISE প্রকল্পভুক্ত শিক্ষানবিশদের সাথে মতবিনিময় করেন। একই দিন তিনি জেসিএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত 'পরিবেশসম্মত মিশ্র পদ্ধতিতে মাছচাষ' শীর্ষক উপ-প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

যশোর জেলার চাঁচড়া ইউনিয়নে এই পরিদর্শনকালে তিনি হ্যাচারি মালিকদের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। ড. খায়রুল হোসেন হ্যাচারি মালিকদের কার্যক্রমের প্রশংসা করেন।

ড. খায়রুল এ সময় মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ও হ্যাচারিগুলোতে উন্নত জাতের মাছের পোনা উৎপাদন নিশ্চিত করা এবং নিরাপদ পণ্য উৎপাদনের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

পরদিন, পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক যশোর জেলার গদখালি ইউনিয়নে এসইপি প্রকল্পের আওতাধীন 'আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ফুল ব্যবসার সম্প্রসারণ' বিষয়ক উপ-প্রকল্প পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি স্থানীয় ফুলচাষী ও ব্যবসায়ীদের সাথে মতবিনিময় করেন।

ড. নমিতা হালদার বলেন, "শুধু নিজের এলাকা নয়, ফুল চাষ করে আপনারা সারা বাংলাদেশ রাঙিয়ে দিয়েছেন।" এরপর, তিনি শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন উদ্যোগ পরিদর্শন করেন এবং কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের সাথে কথা বলেন।

মোংলায় ৫০০ পরিবারের জন্য সুপেয় পানির প্ল্যান্ট উদ্বোধন: পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি ১৯ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে বাগেরহাট জেলার মোংলা উপজেলার মোংলা পোর্ট পৌরসভার পূর্ব শেলাবুনিয়ায় একটি রিভার্স অসমোসিস প্ল্যান্ট উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা নবলোক পরিষদ-এর নির্বাহী পরিচালক কাজী রাজীব ইকবাল। এছাড়া, উপস্থিত ছিলেন ৭নং ওয়ার্ড মোংলা পোর্ট পৌরসভার কাউন্সিলর মোঃ নাসির।

পিকেএসএফ-এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় নবলোক পরিষদ কর্তৃক সুপেয় পানির প্ল্যান্টটি স্থাপিত হয়।

পানির প্ল্যান্টের উদ্বোধনকালে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হালদার বলেন, "দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সুপেয় পানির তীব্র অভাব রয়েছে। তাই এ অঞ্চলে নিরাপদ পানির সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণকে পিকেএসএফ গুরুত্ব দিয়ে আসছে। পিকেএসএফ-এর উন্নয়ন পরিকল্পনায় নিরাপদ পানি সরবরাহের বিষয়টি বিশেষভাবে অগ্রাধিকার পায়।"

পানির প্ল্যান্টটি থেকে ঘণ্টায় ১,৫০০-২,০০০ লিটার সুপেয় পানি উৎপাদিত হবে, যা থেকে দৈনিক ৪০০-৫০০টি পরিবারের প্রতিদিনের পানির অভাব পূরণ সম্ভব হবে।

স্থানীয় কমিউনিটির ৫ সদস্য-বিশিষ্ট একটি কমিটি প্ল্যান্টটি পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবে।

মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম পরিদর্শনে অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক: পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন ১৬ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে ভোলা জেলায় সহযোগী সংস্থা গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা (জিজেইউএস)-এর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন পিকেএসএফ-এর RAISE প্রকল্পের আওতায় শিক্ষানবিশি কার্যক্রমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তরুণদের নতুন কর্মস্থল পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি তাদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন।

পরিদর্শনকালে ড. জসীম উদ্দিন জন উন্নয়ন টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউটে পিকেএসএফ-এর সহায়তায় পরিচালিত কেয়ারগিভিং ট্রেডে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায় উৎপাদিত দুগ্ধজাতপণ্য মাঠার মোড়ক উন্মোচন করেন।

এছাড়া, তিনি এসইপি প্রকল্প ও সমৃদ্ধি কর্মসূচির বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ সময় তার সাথে ছিলেন জিজেইউএস-এর নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন মহিন এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা।

জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলনে পিকেএসএফ-এর অংশগ্রহণ

সমষ্টিগতভাবে জলবায়ু বিষয়ক কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্য নিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে গত ৩০ নভেম্বর থেকে ১২ ডিসেম্বর ২০২৩ সময়ে জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলন Conference of the Parties-28 (COP-28) অনুষ্ঠিত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন, প্রশমন ও ক্ষয়ক্ষতি বিষয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যেসব অঙ্গীকার করেছে, তার বাস্তবায়ন নিয়ে এ সম্মেলনে বিস্তারিত আলোচনা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, সিনিয়র সচিব, সচিব এবং বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন পর্যায়ের কর্মকর্তা এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

COP-28 সম্মেলনে কারিগরি বিশেষজ্ঞ হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অন্যান্যদের মধ্যে পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন) ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ অংশগ্রহণ করেন।

তিনি সেখানে বাংলাদেশের পক্ষে জলবায়ু অর্থায়ন ও এ সম্পর্কিত পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কর্মকাণ্ড এবং প্রত্যাশা বিষয়ক বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

কেয়ারগিভিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে বন্যাপ্রবণ এলাকায় কৃষি কর্মকাণ্ডের সুযোগ ও সম্ভাবনা দিন দিন অনেকাংশে হ্রাস পাচ্ছে। কেয়ারগিভিংয়ের মতো অকৃষি খাতে দক্ষতা অর্জিত হলে বন্যা, খরা, নদী ভাঙন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হলেও দুর্যোগপ্রবণ এলাকার মানুষের কর্মসংস্থান অটুট রেখে জলবায়ু অভিঘাত মোকাবিলা করা সম্ভব হতে পারে। এ বিবেচনায় Extended Community Climate Change-Flood (ECCCP-Flood) প্রকল্পের আওতায় সংগঠিত সদস্য বা সদস্যদের নিকটাত্মীয়, বিশেষ করে স্ত্রী/মেয়ে/বোন যারা প্রশিক্ষণ গ্রহণে আগ্রহী, এমন ১০০ জন নারীকে কেয়ারগিভিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তিন মাসব্যাপী আবাসিক এই প্রশিক্ষণ পৃথক চারটি ব্যাচে জামালপুর ও বগুড়া জেলায় যথাক্রমে সাইক ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট এন্ড টেকনোলজি এবং জোবেদা ফাউন্ডেশন নার্সিং ইন্সটিটিউটে অনুষ্ঠিত হয়। মোট প্রশিক্ষণার্থীদের ৯৩ জন জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করেন এবং সকলেই সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হন। সফলভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের বিদেশেও কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। কেয়ারগিভিং প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে বাংলাদেশের দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় বসবাসরত মানুষের একদিকে যেমন দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, অপরদিকে তাদের পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতার দ্বারও উন্মোচিত হয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের সাথে পিকেএসএফ-এর বৈঠক: SMART প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা

বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য Sustainable Microenterprise and Resilient Transformation (SMART) শীর্ষক প্রকল্পের অগ্রগতি বিষয়ক একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক ১৪ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়।

পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক প্র্যাক্টিস ম্যানেজার ক্রিস্টোফ ক্রেপিন ও সিনিয়র ফাইন্যান্সিয়াল ইকোনমিস্ট গাবি আফ্রাম-সহ বিশ্বব্যাংক ও পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়া, SMART প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য RECP প্রযুক্তিসমূহ যাচাই করার জন্য বিশ্বব্যাংক কর্তৃক নিয়োগকৃত পরামর্শকদলের প্রতিনিধি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক প্রভাত কুমার সাহা এ প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য উদ্যোক্তাবান্ধব সম্পদ-সাশ্রয়ী ও পরিচ্ছন্ন উৎপাদন (Resource-Efficient and Cleaner Production - RECP) প্রযুক্তি বিষয়ে একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন।

পাঁচ বছর মেয়াদি SMART প্রকল্পটি প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষি এবং সেবা খাতের অন্তর্ভুক্ত প্রায় ৮০,০০০ ক্ষুদ্র উদ্যোগে সহায়তা প্রদান করবে। এ প্রকল্পের মোট বাজেট ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা

আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উপলক্ষ্যে ২ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে একটি ভার্চুয়াল আলোচনা সভার আয়োজন করে পিকেএসএফ। সভাপতির বক্তব্যে পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেন বলেন, প্রবীণদের অধিকার রক্ষায় সারা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ সরকার নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তবে, প্রবীণ অধিকার সুরক্ষার কাজ পরিবার থেকেই শুরু করতে হবে। তিনি আরও বলেন, বাবা-মাকে তাদের সন্তানদের নৈতিকতা ও মূল্যবোধসম্পন্ন আচরণ এমনভাবে শেখানো উচিত যেন তারা বড় হয়ে প্রবীণদের সম্মান করে ও তাদের যত্নে ব্রতী হয়।

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন। তিনি প্রবীণদের অধিকার রক্ষায় সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাসহ সমাজের সকল স্তরের মানুষকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানান।

প্রবীণকল্যাণে পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি'র বিভিন্ন দিক উল্লেখ করে বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন। পিকেএসএফ-এর পরিচালনা ও সাধারণ পর্ষদ সদস্য এবং কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং ২১২টি ইউনিয়নের প্রবীণ প্রতিনিধি এ ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন।

দারিদ্র্য দূরীকরণে বহুমাত্রিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে এবং প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য একটি মর্যাদাপূর্ণ জীবন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৬ সালে শুরু হওয়া 'প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি' বর্তমানে ১০১টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ৫৯ জেলাধীন ১৪৯ উপজেলার ২১২ ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় সংগঠিত প্রবীণের সংখ্যা প্রায় ৩.১৯ লক্ষ।

২৫ হাজার ক্লাব গঠন করে কিশোর-কিশোরীদের মূল্যবোধ উন্নয়নে কাজ করছে কৈশোর কর্মসূচি

'তারুণ্যে বিনিয়োগ টেকসই উন্নয়ন' প্রতিপাদ্য নিয়ে পিকেএসএফ-এর 'কৈশোর কর্মসূচি' উন্নত মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সম্পন্ন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তুলতে কাজ করছে।

এ কর্মসূচি ৬৬টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ৫৫টি জেলার ১৪৩টি উপজেলায় শতভাগ ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে দুইটি (একটি কিশোর ও একটি কিশোরী) ক্লাব গঠন করে বাস্তবায়িত হচ্ছে। কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত ২৫ হাজার ক্লাব গঠন করা হয়েছে এবং ৬ লক্ষাধিক কিশোর-কিশোরী সদস্য সংগঠিত হয়েছে। সামাজিক ও স্বাস্থ্য সচেতনতা, নেতৃত্ব ও জীবন-দক্ষতা/সফট স্কিল উন্নয়নে ইউনিয়ন পর্যায়ে ১,৯৫২টি ওরিয়েন্টেশন/প্রশিক্ষণ আয়োজিত হয়েছে।

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩ সময়ে উপজেলা পর্যায়ে ম্যারাথন দৌড়, সাইকেল র‍্যালি, উপজেলা দিবস উদ্‌যাপন এবং উপজেলা সমন্বয় সভাসহ মোট ১১৪টি কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে ৫৬৯টি ক্রীড়া ও ৬২৯টি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ক্লাবের সদস্যরা নিজস্ব উদ্যোগে ৫১টি বাল্যবিবাহ, ৬২টি যৌতুক, ৯৮টি যৌন হয়রানি রোধে স্থানীয় প্রশাসনকে অবহিত করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

জয়িতা সম্মাননা পেলেন পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের সদস্য রওশন আরা

খুলনার দাকোপ উপজেলায় 'জয়িতা' সম্মাননা পেয়েছেন পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের সদস্য রওশন আরা। দাকোপ উপজেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক দপ্তর সম্প্রতি রওশনকে এই পুরস্কারে ভূষিত করে। আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস ও বেগম রোকেয়া দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে তাকে এই বিশেষ সম্মাননা দেয়া হয়।

একসময়ের দিনমজুর রওশন আরা পিকেএসএফ-এর পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর মিনি পুকুরে মাছ চাষ, বাণিজ্যিকভাবে ভার্মিকম্পোস্ট উৎপাদন ও সবজি চাষ শুরু করেন। এরপর দ্রুতই আর্থিক সচ্ছলতার দেখা পান রওশন।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে SEIP প্রকল্প

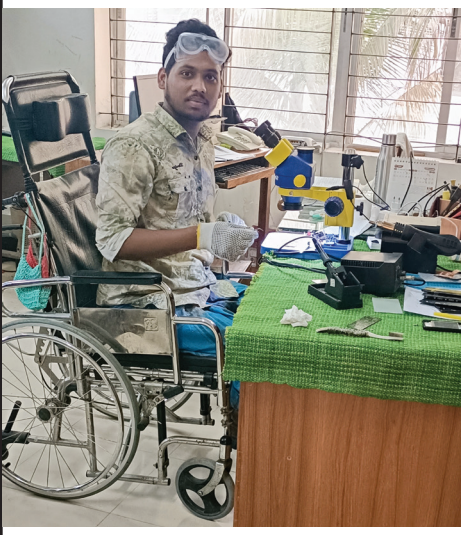

দেশের পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠী, এতিম, প্রতিবন্ধী, ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী এবং হিজড়া সম্প্রদায়ের যুবাদের বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তুলতে Skills for Employment Investment Program (SEIP) শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে পিকেএসএফ। প্রকল্পের নীতিমালা অনুযায়ী সর্বোচ্চ মান বজায় রেখে সাফল্যের সাথে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করায় পিকেএসএফ-এর সহযোগী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান Mirpur Agricultural Workshop and Training School (MAWTS)-কে সেরা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচিত করে 'আলোকবর্তিকা' উপাধিতে ভূষিত করেছে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের আওতাধীন Skills Development Coordination and Monitoring Unit (SDCMU)। পাশাপাশি, সহযোগী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান WAVE Foundation-এর প্রশিক্ষণার্থী শাকিলা পারভীনকে 'স্বপ্নজয়ী নারী প্রশিক্ষণার্থী' হিসেবে চিহ্নিত করেছে তারা।

SEIP প্রকল্পের Tranche-3-এর নিয়মিত ও বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় ১৪,৮০০ জনের প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ১৪,৮১৬ জনের (১০০.১%) নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় নিবন্ধিত প্রশিক্ষণার্থীদের অধিকাংশই পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠী, দরিদ্র, নারী, এতিম, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি, তৃতীয় লিঙ্গ এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। নিবন্ধিত প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ১৪,২৭৯ জন প্রশিক্ষণার্থী ইতোমধ্যে সনদপ্রাপ্ত হয়েছেন যার মধ্যে ৩,৭৪০ জন (২৬.২%) নারী। সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারীদের ১০,১৭২ জন (৭১%) মজুরিভিত্তিক ও আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হয়েছেন।

সমাজের পিছিয়েপড়া বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের স্বাবলম্বী করে তুলতে ৪০০ জন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তির পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সহযোগী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে Fashion Garments, IT Support Service এবং Mobile Phone Servicing ট্রেডে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে পিকেএসএফ।

এতিম, দুঃস্থ যুবদের প্রশিক্ষণ: এতিম ও প্রতিবন্ধী তরুণ-তরুণীদের যুগোপযোগী কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে তুলতে Auto Mechanics, Electrical Installation & Maintenance, Fashion Garments, Mobile Phone Servicing, Plumbing এবং Refrigeration & Air Conditioning ট্রেডে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করছে পিকেএসএফ। সনদপ্রাপ্ত ৫৮৬ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ৪২৫ জন (৭৩%) ইতোমধ্যে চাকরি ও স্ব-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়ে মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন করছেন।

কেয়ারগিভিং প্রশিক্ষণ: কেয়ারগিভিং ট্রেডে এ পর্যন্ত ১,৩৮৫ জন সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়ে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ থেকে সনদপ্রাপ্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৮২৮ জন (৬০%) ইতোমধ্যে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল, বৃদ্ধাশ্রম, নার্সিং হোম, প্যারালাইসিস সেন্টার ও ব্যক্তিগত কেয়ারগিভার হিসেবে কর্মরত আছেন।

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ: SEIP প্রকল্পের মুখ্য সমন্বয়কারী মোঃ জিয়াউদ্দিন ইকবাল ১৯-২৯ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে SDCMU-এর অর্থায়নে ITE Education Services, সিংগাপুর কর্তৃক আয়োজিত পাঠদানের কৌশল বিষয়ক এক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

কৃষি পণ্য উৎপাদন ও বিপণনে লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গেছে RMTP প্রকল্প

Rural Microenterprise Transformation Project (RMTP)-এর ৬৭টি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের আওতায় নিরাপদ কৃষি পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিগত বছরগুলোতে ইতিবাচক প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পটি তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে। প্রকল্পের ফলাফল বিশ্লেষণ করে লক্ষিত সূচকের ইতিবাচক ফলাফল লক্ষ্য করা গেছে।

প্রকল্পভুক্ত চাষিদের কৃষিপণ্য উৎপাদনে ২১.৭% লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৫৯.৩% উৎপাদন হয়েছে। প্রকল্পভুক্ত চাষিদের ১৫% পণ্য বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১০১.৩% বিক্রয় হয়েছে। অনুরূপভাবে, প্রকল্পভুক্ত চাষিদের নীট আয়ের ১০% লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২৪% নীট আয় হয়েছে। এছাড়া, প্রকল্পের আওতায় 'অগ্রসর ঋণ'-এর গড় লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১,৬০,০৪৮ টাকা, যা আদতে বৃদ্ধি পেয়ে ১,৭৫,৯৭৫ টাকায় উন্নীত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় বিশেষায়িত 'অগ্রসর ঋণ' বিতরণ করা হচ্ছে। এ ঋণ কার্যক্রমের আওতায় একজন উপকারভোগী ১০ লক্ষ হতে ৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন।

ইফাদ মিশন কর্তৃক আরএমটিপি-এর কার্যক্রম পরিদর্শন: এ প্রকল্পে অর্থায়নকারী উন্নয়ন সহযোগী আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ)-এর ১০ সদস্যের একটি মিশন ১-১৮ অক্টোবর ২০২৩ তরিখে আরএমটিপি প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন সম্পন্ন করে। তারা ৩-৬ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে চট্টগ্রামে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা ইপসা, আইডিএফ ও অপকা কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন ভ্যালু চেইন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ পরিদর্শনে উচ্চ মূল্যমানের ফলের চাষ, মসলা প্রক্রিয়াজাতকরণ, ড্রিপ ইরিগেশন পদ্ধতি, স্প্রিংলার সেচ পদ্ধতি, দুগ্ধ ও মৎস্যজাত সনদায়িত পণ্য প্রত্যক্ষ করে ভূয়সী প্রশংসা করেন।

গত ১৮ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মফিজ উদ্দীন আহমেদ-এর সভাপতিত্বে wrap-up মিটিংয়ের মাধ্যমে মিশন টিম-এর কার্যক্রম সমাপ্ত হয়।

এ সভায় পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদেরসহ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

১.২২ লক্ষ দুই গর্তবিশিষ্ট টয়লেট নির্মাণ করেছে BD Rural WASH প্রকল্প

পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত 'মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ৩৪,৮৮০টি নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা এবং ১২২,৮৩২টি নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় দুই গর্তবিশিষ্ট টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে।

প্রকল্পটি দেশের ৮টি বিভাগের ৩০টি জেলার মোট ১৮২টি উপজেলায় ৭৬টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রতি সম্প্রসারিত হওয়ায়, নতুন উপজেলাসমূহে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরুর লক্ষ্যে ১ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে নতুন ১৯টি প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থার প্রধান নির্বাহী, ঋণ কার্যক্রম প্রধান এবং প্রকল্প ফোকাল পার্সনদের সমন্বয়ে দিনব্যাপী 'বিসিসি ক্যাম্পেইন ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কৌশল' শীর্ষক সভা আয়োজন করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় সম্প্রসারিত কর্ম এলাকায় সহযোগী সংস্থাসমূহে অর্থ বরাদ্দ ও পিএমইউ-এর বিশেষ উদ্যোগে মাঠ কর্মকর্তাদের দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন সেশন পরিচালিত হয় এবং এ পর্যন্ত ৩৬টি ওরিয়েন্টেশন সেশন সম্পন্ন হয়েছে।

গত ৯ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে ড. মোঃ জসীম উদ্দিন, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ, পটুয়াখালী অঞ্চলে কোডেক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আয়োজিত ওরিয়েন্টেশন সেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। এ সেশনে মোট ৫টি সহযোগী সংস্থার ৪১ জন কর্মকর্তা অংশ নেন।

ইথিওপিয়ায় WASH সম্মেলনে অংশ নিলেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক: পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি ১৪-১৫ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবায় অনুষ্ঠিত দু'দিনের Eastern and Southern Africa Leadership Summit on Accelerating Universal Access to Water, Sanitation and Hygiene (WASH) শীর্ষক সম্মেলনে যোগ দেন। বিশ্বব্যাংক এবং ইথিওপিয়া সরকার এ সম্মেলন আয়োজন করে। সম্মেলনের প্রথম দিনে ড. হালদার 'Microfinance to Upgrade WASH for Rural Households: Bangladesh Experience' শীর্ষক একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন। সেখানে তিনি তুলে ধরেন কীভাবে ক্ষুদ্র অর্থায়নের মাধ্যমে নিরাপদ টয়লেট ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিতের বাংলাদেশে মডেল বিশ্বের অন্যান্য দেশেও, বিশেষ করে আফ্রিকা মহাদেশে বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

জনপ্রিয় হয়ে উঠছে অক্সিজেনেটেড ভ্যানে মাছের পোনা পরিবহণ

পোনা পরিবহণের মূল উদ্দেশ্য হলো সুস্থ-সবল পোনা চাষির পুকুরে পৌঁছে দেয়া। তাই বিশেষভাবে নির্মিত অক্সিজেনেটেড ভ্যানে করে মাছের পোনা পরিবহণ প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে কাজ করছে পিকেএসএফ-এর সমন্বিত কৃষি ইউনিট। বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ৯৭ জন সদস্য এই কার্যক্রমে নিয়োজিত রয়েছেন। ছবিতে মোঃ শামসুদ্দিন নামের এমনই এক সদস্যকে দেখা যাচ্ছে। দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুরের বাসিন্দা ৪৮ বছর বয়সী শামসুদ্দিন পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রের সহায়তায় ৭৫,০০০ টাকা ব্যয় করে তার অক্সিজেনেটেড ভ্যানটি কেনেন। এটি ব্যবহার করে প্রতি সপ্তাহে প্রায় ৪২০ কেজি বিভিন্ন ধরনের পূর্ণবয়স্ক মাছ ও মাছের পোনা পরিবহণ করেন। এতে তার গড়ে সাপ্তাহিক আয় হয় প্রায় ১২ হাজার টাকা।

সমীক্ষা: সঠিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গবাদিপ্রাণী পালনে ৩২% আয় বৃদ্ধি সম্ভব

সম্প্রতি পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, গবাদিপ্রাণী পালনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী খামারির আয় প্রশিক্ষণ না নেওয়া খামারিদের তুলনায় প্রায় ৩২ শতাংশ বেশি। পিকেএসএফ-এর গবেষণা শাখা পরিচালিত Effectiveness of Extension Services Provided under LRMP: A Way Forward শীর্ষক এ সমীক্ষায় এ তথ্য উঠে আসে।

সমীক্ষাটির উদ্দেশ্য ছিল Strengthening Resilience of Livestock Farmers through Risk Reducing Services Project (LRMP) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় Good Animal Husbandry Practices বিষয়ক প্রশিক্ষণের প্রভাব মূল্যায়ন। প্রশিক্ষণে উপযুক্ত গবাদিপ্রাণী নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং দুধ উৎপাদন ও মোটাতাজাকরণের জন্য গবাদিপ্রাণির খাদ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০২৩ সালের জুন মাসে ১২টি জেলার প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী মোট ৬০০ খামারির কাছ থেকে গবাদিপ্রাণী পালন, আয়, ব্যয়, অসুস্থতা, মৃত্যু ইত্যাদি বিষয়ে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

এ সমীক্ষায় প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছেন এবং অংশ নেননি উভয় ধরনের খামারিদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। গবাদিপ্রাণী বিক্রি এবং দুধ উৎপাদন খামারিদের আয়ের প্রধান দু'টি উৎস হিসেবে চিহ্নিত হয়। সমীক্ষায় দেখা যায়, দুধ উৎপাদন থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী খামারিদের গড় আয় প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেননি এমন খামারির তুলনায় প্রায় ৩০ শতাংশ বেশি।

সমীক্ষায় আরও উঠে আসে যে, বিক্রি হওয়া গবাদিপ্রাণির প্রায় ৬৭ শতাংশ দেশি প্রজাতির এবং বাকিগুলো হাইব্রিড বা বিদেশি প্রজাতির। মোট গবাদিপ্রাণির প্রায় ২৫ শতাংশই বিক্রি হয়েছে ঈদ-উল-আজহার সময়।

প্রশিক্ষণ

পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. এম.খায়রুল হোসেন ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি-এর সাথে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী নবনিযুক্ত কর্মকর্তাবৃন্দ

নবনিযুক্ত সহকারী ব্যবস্থাপকবৃন্দের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ শুরু: বিগত ১৪ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে পিকেএসএফ অডিটোরিয়ামে নবনিযুক্ত সহকারী ব্যবস্থাপকবৃন্দের জন্য ছয় সপ্তাহব্যাপী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু হয়। কোর্সটির উদ্বোধন করেন পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেন। সেখানে দেওয়া বক্তব্যে, তিনি মানুষের কল্যাণে পিকেএসএফ-এর অবিচল প্রচেষ্টাকে আরো বেগবান করার লক্ষ্যে নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের নিষ্ঠা ও সততার সাথে দায়িত্ব পালন করার আহ্বান জানান।

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি নবনিযুক্ত সহকারী ব্যবস্থাপকবৃন্দকে পিকেএসএফ পরিবারে স্বাগত জানিয়ে বলেন, পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দ অত্যন্ত দক্ষতা ও স্বচ্ছতার সাথে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এ ধারা অব্যাহত রাখতে তিনি নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের ও ড. মোঃ জসীম উদ্দিন, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহম্মদ হাসান খালেদ, এবং উপ-মহাব্যবস্থাপক (জনবল) সেলিনা শরীফ বক্তব্য রাখেন।

পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দের অন্যান্য প্রশিক্ষণ: অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ সময়ে পিকেএসএফ-এর ৪৭ জন কর্মকর্তা দেশের বাইরে (দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড, জাপান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সিঙ্গাপুর, ইথিওপিয়া, ভারত ও গ্রীস) বিভিন্ন অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর, আলোচনা সভা, পেশাগত প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

এ সময়ে পিকেএসএফ-এর ১৩৪ জন কর্মকর্তা দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ও পিকেএসএফ ভবনে আয়োজিত প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সম্মেলন, ওরিয়েন্টেশন ও বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

The Art of Facilitation: সহযোগী সংস্থার প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সভা পরিচালনার সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের উপস্থাপন কলা-কৌশলগত দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিষয়বস্তু উপস্থাপনায় বৈচিত্র্য আনয়নের লক্ষ্যে আয়োজিত ৩ দিন মেয়াদি The Art of Facilitation শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের ২য় ব্যাচে ২৯-৩১ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে সহযোগী সংস্থার ২১ কর্মকর্তা অংশ নেন।

ক্ষুদ্র উদ্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ক্ষুদ্র উদ্যোগে অর্থায়ন কৌশল: পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ে উদ্যোগ উন্নয়ন ঋণ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৫ দিন মেয়াদি 'ক্ষুদ্র উদ্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ক্ষুদ্র উদ্যোগে অর্থায়ন কৌশল' শীর্ষক কোর্সের তৃতীয় ব্যাচের প্রশিক্ষণ ৩-৭ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে সম্পন্ন হয়।

Leadership for Development Professionals কোর্স: পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নেতৃত্ব বিকাশের লক্ষ্যে ৫ দিন মেয়াদি Leadership for Development Professionals শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হয়। গত ১৭-২১ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে কোর্সের ৬ষ্ঠ ব্যাচে বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার ২১ কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

ইন্টার্নশিপ কার্যক্রম: অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩ ত্রৈমাসিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ০২ জন শিক্ষার্থীর ইন্টার্নশিপ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উভয় শিক্ষার্থীই এমআইএস বিভাগে অধ্যয়নরত।

গত ১০-১৫ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃক দক্ষিণ কোরিয়ার সিউলে আয়োজিত এক অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরে অংশ নেয়া পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) কর্তৃক আয়োজিত উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কোর্সে অংশ নেয়া পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দ ও অন্যান্য প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে বার্ডের শীর্ষ কর্মকর্তাবৃন্দ

সার্বিক ঋণ কার্যক্রম

ঋণ বিতরণ (পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা)

জুলাই ২০২৩-অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ১,৭৭২.৮৫ কোটি (টেবিল-২) টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৫৭,৫৯৬.০৯ কোটি (টেবিল-১) টাকা এবং সহযোগী সংস্থা হতে ঋণ আদায় হার শতকরা ৯৯.৬৪ ভাগ। নিচে অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত পিকেএসএফ-এর ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ এবং ঋণস্থিতির সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

টেবিল-১ ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ ও ঋণস্থিতি (পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা)

কর্মসূচি/প্রকল্প মূলস্রোত কর্মসূচি	ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ (কোটি টাকায়) (অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত)	ঋণস্থিতি (কোটি টাকায়) (৩১ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে)
জাগরণ	১৮৯৪২.১৫	২৮৪১.৪৫
অগ্রসর	১১০৫০.৪৪	২৪৭৫.১৮
সুফলন	১২৫৯৭.৯৬	৫২৬.৭০
বুনিয়াদ	৩৬৫৫.২৭	৫১৩.৩৭
কেজিএফ	১৬০৪.৬৫	১১২.৭০
সমৃদ্ধি	১৫১৬.৭২	৪২৬.৮৭
এলআরএল	১১০০.০০	৩৭৪.৫২
লিফট	২৭৪.১৭	৫৭.৮৬
এসডিএল	৬৯.৮০	৪.১১
আবাসন	৩৪৭.৫৫	২৯৭.১৪
অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)	৯৯৬.১৯	৬১৯.১২
মোট (মূলস্রোত কর্মসূচি)	**৫২১৫৪.৯০**	**৮২৪৯.০১**
প্রকল্পসমূহ		
ইফরাপ	১১২.২৫	১.৩৭
এফএসপি	২৫.৮৮	০.০০
এলআরপি	৮০.৩৮	০.০৬
এমএফএমএসএফপি	৩৬১.৯৬	৯.০৭
এমএফটিএসপি	২৬০.২৩	০.০০
পিএলডিপি	৫৯.৩৯	০.০০
পিএলডিপি-২	৪১৩.০২	৮.৭৫
এলআইসিএইচএসপি	১৭০.৮০	৮৩.৬১
অগ্রসর-এমডিপি	১৬৯০.৮৭	৬২৮.২৭
অগ্রসর-এসইপি	৭৫৪.০০	১৯৭.৫০
অগ্রসর-রেইজ	৮২৮.৭০	৭৪০.৭০
অগ্রসর-এমএফসিই	৮.৫৭	০.০০
অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)	১৫১২.৪২	১১৩৬.৬৩
মোট (প্রকল্পসমূহ)	**৫৪৪১.১৯**	**২০৬৫.২৫**
সর্বমোট	**৫৭৫৯৬.০৯**	**১০৩১৪.২৬**

টেবিল-২ ঋণ বিতরণ (পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা এবং সহযোগী সংস্থা-ঋণগ্রহীতা)

কার্যক্রম/প্রকল্পসমূহ	পিকেএসএফ হতে সহযোগী সংস্থা (জুলাই '২৩-অক্টোবর '২৩)	সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা (জুলাই '২৩-অক্টোবর '২৩)
জাগরণ	৪৮০.৭৩	১২৯৭৮.৭৫
অগ্রসর	৫২৪.৮৪	১৪৩২৮.২০
বুনিয়াদ	১৩০.৫০	৪৪৭.০৭
সুফলন	৩২৩.৫০	২৫৫২.২৩
কেজিএফ	১০২.০০	১৮৫.৪৩
লিফট	০.০০	৭৬.৭৩
সমৃদ্ধি	৩৮.০৭	৩৫৫.৩৮
এলআরএল	০.০০	৪৪.৪৩
আবাসন	৭৩.০৫	৭৪.১৩
অন্যান্য	১০০.১৭	৪৮৭৮.৩১
মোট	**১৭৭২.৮৫**	**৩৫৯২০.৬৪**

ঋণ বিতরণ (সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা সদস্য)

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে (অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত) পিকেএসএফ থেকে প্রাপ্ত তহবিলের সহায়তায় সহযোগী সংস্থাসমূহ মাঠ পর্যায়ে সদস্যদের মধ্যে মোট ৩৫,৯২০.৬৪ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

এ সময় পর্যন্ত সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ ৬,৮০,৪১৯.১৪ কোটি টাকা এবং ঋণগ্রহীতা হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ঋণ আদায় হার শতকরা ৯৯.২৯ ভাগ।

অক্টোবর ২০২৩-এ সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা সদস্য পর্যায়ে ঋণস্থিতির পরিমাণ ৬৫,৭০৫.৯০ কোটি টাকা।

একই সময়ে, পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমের মোট সদস্য সংখ্যা ১.৯৫ কোটি, যার ৯১.৪৫ শতাংশই নারী।

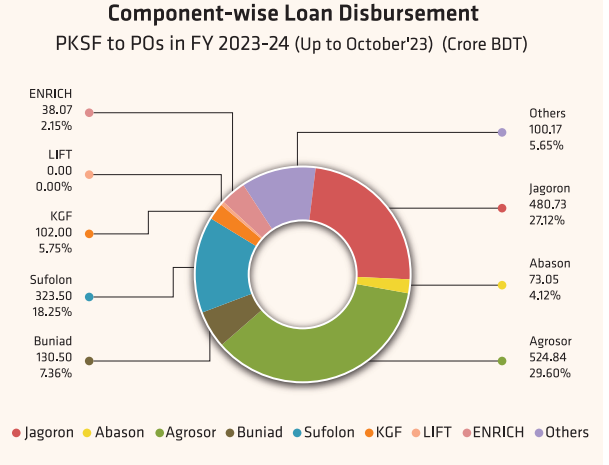

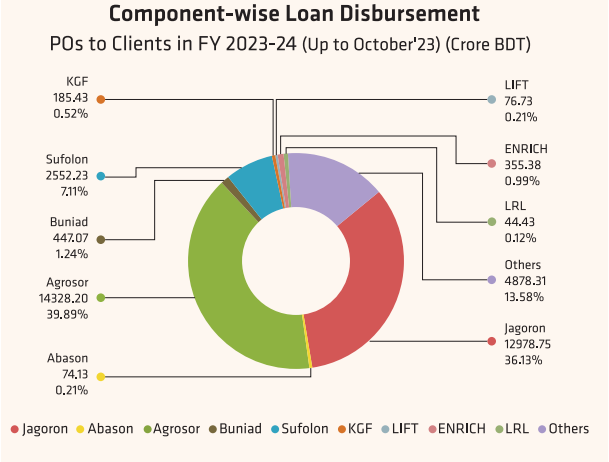

মাঠ পর্যায়ে পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসায় ইইউ রাষ্ট্রদূত

বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের প্রশংসা করেছেন।

"আমরা দেখেছি, খুব অল্প পরিমাণ অনুদান এবং ঋণের মাধ্যমে অতিদরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তন এসেছে। গ্রামীণ এলাকার মানুষ সবজি, হাঁস-মুরগী এবং গবাদিপ্রাণী পালন করছে, যা তাদের দারিদ্র্য থেকে উত্তরণে সাহায্য করছে।" বিগত ১৮ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে সাতক্ষীরা জেলায় পিকেএসএফ-এর আওতায় পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শনকালে হোয়াইটলি এ কথা বলেন।

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি, ইউরোপীয় ইউনিয়নের ফাস্ট কাউন্সিলর এডউইন পিটার যোসেফ, প্রোগ্রাম ম্যানেজার মেহের নিগার ভূঁইয়া এবং পিকেএসএফ-এর পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. শরীফ আহম্মদ চৌধুরী ইইউ রাষ্ট্রদূতের সফরসঙ্গী ছিলেন।

ইইউ প্রতিনিধিদল পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের অগ্রগতির প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতে সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আশ্বাস দেন। পরিদর্শনের সময় প্রকল্পের আওতায় সংগঠিত সদস্যরা তাদের জীবন-জীবিকার ইতিবাচক পরিবর্তনের কথা জানান।

প্রকল্পের অধীনে গঠিত মা ও শিশু ফোরাম এবং 'সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্র (কিশোরী)'-এর সদস্যরা জানান যে, প্রকল্পের আওতায় এসব ক্লাব গঠনের ফলে পুষ্টি বিষয়ে তাদের সচেতনতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের আওতায় হাঁস-মুরগি ও ছাগল পালন, ছোটো ব্যবসা, মাছ চাষ, টেইলরিং এবং বাঁশের পণ্য তৈরির মতো বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

'বাংলাদেশের মানুষের উন্নয়নে সরকারের সাথে কাজ করতে পেরে আমরা গর্বিত'

পিকেএসএফ-এর কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি দলের মন্তব্য

বিশ্বব্যাংকের সাউথ এশিয়া রিজিওনাল ডিরেক্টর ফর হিউম্যান ডিভেলাপমেন্ট নিকোল ক্লিংগেন-এর নেতৃত্বে বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিনিধি দল ২ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে সহযোগী সংস্থা সোসাইটি ফর ডিভেলাপমেন্ট ইনিসিয়েটিভস্ (এসডিআই) এবং সোস্যাল আপলিফটমেন্ট সোসাইটি (সাস)-এর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন RAISE প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করে।

ক্লিংগেন বলেন, "বিশ্বব্যাংক স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চাকরি এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করছে যাতে মানুষ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখার সুযোগ পায়। এ লক্ষ্য পূরণে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কাজ করতে পেরে আমরা অত্যন্ত গর্বিত ও আনন্দিত।"

এ সময় তার সাথে ছিলেন বিশ্বব্যাংকের RAISE প্রকল্পের পূর্বতন টাস্ক টিম লিডার এস আমের আহমেদ (বর্তমানে লিড ইকোনমিস্ট ও প্রোগ্রাম লিডার ফর হিউম্যান ডিভেলাপমেন্ট), কো-টাস্ক টিম লিডার আনিকা রহমান এবং পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক ও RAISE প্রকল্প সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার চক্রবর্তীসহ পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

পিকেএসএফ ও বিশ্বব্যাংকের যৌথ অর্থায়নে RAISE প্রকল্পের আওতায় ১ লক্ষ ৭৫ হাজার তরুণ ও ছোটো উদ্যোক্তার সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন করা হচ্ছে।

বুকপোস্ট

উপদেশক : ড. নমিতা হালদার এনডিসি
গোলাম তৌহিদ

সম্পাদনা পর্ষদ: মোহাম্মদ মিনহাজ উদ্দিন শেখ
সুহাস শংকর চৌধুরী
মাসুম আল জাকী, সাবরীনা সুলতানা